অগ্রগতির রিপোর্ট মে ২০২৬: সারসংক্ষেপের আপডেট [হালনাগাদ]

প্রকাশিত ২০ মে ২০২৬

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বিবরণ 2

ভূমিকা 2

বাস্তবায়নের সময়সূচি 2

বৃহত্তর সংস্কারের আপডেট 2

সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ পরিকল্পনা (RAP) 2

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 3

সামাজিক আবাসন [সোশ্যাল হাউজিং] সংস্কার 3

স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান 4

সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট 5

নির্মাণ শিল্প 5

একক নির্মাণ বিষয়ক নিয়ন্ত্রক 5

অনুমোদিত নথিপত্র 6

নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংস্কার 6

অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়নকারী 6

অগ্নিনির্বাপণ প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার] 6

ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ 6

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার] সেবা 7

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ 7

সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার 7

অসহায় ব্যক্তিরা 7

রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশন প্ল্যানস [Residential Personal Emergency Evacuation Plans] (Residential RPEEPs) 7

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

থিম [বিষয়বস্তু]	সুপারিশের সংখ্যা	চলমান	সম্পন্ন
নির্মাণ শিল্প	28	20	8
ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার] সেবা	13	9	4
সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার	14	9	5
ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা	6	2	4
মোট	**61**	**40**	**21**

ভূমিকা

এটি গ্রেনফেল টাওয়ার নিয়ে তদন্তের ব্যাপারে সরকারের চতুর্থ অগ্রগতির আপডেট: দ্বিতীয় ধাপের সুপারিশমালা

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে এই অগ্রগতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে:

- ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ কনসাল্টেশন [College of Fire and Rescue Consultation]
- ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট পেশা, ব্যবসা ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণ বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের আহ্বান
- বিল্ডিং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বাধীন প্যানেলের প্রতিবেদন এবং সরকারের প্রতিক্রিয়া।
- 'জনসম্পৃক্ততার নীতি
- নির্মাণ সামগ্রীর বিষয়ে ওপিএসএস [OPSS]-এর গবেষণা

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে আমরা আরও ৯টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছি। এই সুপারিশগুলো হলো নির্মাণ শিল্পের সাথে সম্পর্কি ২২, ২৩, ২৭ ও ২৮ নম্বর সুপারিশ এবং সাড়া প্রদান ও পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ নম্বর সুপারিশ।

আমরা ৫৮টি সুপারিশের সবগুলো বাস্তবায়ণ করতে এবং তদন্তের পর্যবেক্ষণে উঠে আসা সবগুলো বিষয়ের সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাস্তবায়নের সময়সূচি

আমরা এখনও আশা করছি যে, সবগুলো সুপারিশ ২০২৯ সালের শেষ নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। এর কারণ হলো যে, কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। অবশিষ্ট সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আমাদের সর্বশেষ লক্ষ্য অর্জনের ধাপ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রতিফলিত করার জন্য বাস্তবায়নের সময়সীমা আপডেট করা হয়েছে।

বৃহত্তর সংস্কারের আপডেট

সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ পরিকল্পনা (RAP)

মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্মেন্ট (MHCLG) [আবাসন, সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়] ১১ মিটারের বেশি উঁচু এবং অনিরাপদ ক্ল্যাডিংযুক্ত আবাসিক ভবনগুলোর সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। এমএইচসিএলজি [MHCLG] এই ধরনের ভবনগুলোর মধ্যে ৪,৩২২টি ভবন ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছে।

আবাসিক ভবনগুলোর মধ্যে ৫০% থেকে ৭৬% আবাসিক ভবন এমএইচসিএলজি [MHCLG]-এর সংস্কার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, ২,৩৯৯টি ভবনে (পর্যবেক্ষণ করা ভবনগুলোর মধ্যে ৫৬%) সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। ১,৫৩১টি ভবনের (পর্যবেক্ষণ করা ভবনগুলোর ৩৫%) সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে।

এর মধ্যে নিম্নলিখিত ভবনগুলোর অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত:

- সুউচ্চ ভবন (১৮ মিটারের বেশি উঁচু)
- মাঝারি উচ্চতার ভবন (১১ থেকে ১৮ মিটার উঁচু)

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আমরা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কিছু উপাদান পর্যালোচনা করছি, যাতে এটি আনুপাতিক উপায়ে প্রয়োগ করা নিশ্চিত হয়। আমরা এমন একটি ব্যবস্থা চাই যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে:

- নিরাপত্তা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা
- ভবনের কাজগুলো দক্ষতার সাথে অযথা কোন বিলম্ব ছাড়াই এগিয়ে নেওয়া নিশ্চিত করা
- আবেদনকারীদের উপর অতিরিক্ত ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার বোঝা এড়ানো

আমাদের লক্ষ্য হলো সেই নিরাপত্তা নীতিগুলো বজায় রাখা, যা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। আনুপাতিক পদ্ধতি সুরক্ষার সাথে কোনো আপস নয়।

একটি ভবনের সমগ্র জীবনচক্রের প্রতিটি স্তরে সুরক্ষা এবং গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। তবে, স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, এই ব্যবস্থার কিছু দিক কাঙ্ক্ষিত উপায়ে কাজ করছে না। আমরা জানি যে, এই ব্যবস্থার কিছু অংশকে সংগতিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না এবং এগুলো হয়তো এর দক্ষতাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

আমরা বর্তমানে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ব্যবস্থা এবং বৃহত্তর ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ছোট আকারের ভবন নির্মাণের কাজ পরিচালনার পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাবনা নিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করছি। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মাণ কাজের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে এই পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়া ২৬শে মার্চ শুরু হয়েছে এবং ২৮শে মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

টেলিযোগাযোগের কাজের বিষয়ে একটি পরামর্শ প্রক্রিয়াও ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত চলেছিল। আগামী মাসগুলোতে আমরা সরকারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার আশা রাখছি।

সামাজিক আবাসন [সোশ্যাল হাউজিং] সংস্কার

আমরা রাইট টু ম্যানেজ [পরিচালনার অধিকার] সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নির্দেশিকা পর্যালোচনা করা অব্যাহত রেখেছি। এই নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনস (TMOs)-এর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং তদারকি নিয়ন্ত্রণ করবে। ২০২৬ সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসের মধ্যে আমরা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্টিয়ারিং গ্রুপ আহ্বান করেছিলাম, যেখানে তারা খতিয়ে দেখেছে যে, সঠিক সহায়তা ও তদারকি বজায় রেখে কীভাবে আরও বেশি ভাড়াটেকে এই পরিচালনার অধিকার [Right to Manage] ব্যবহারে উৎসাহিত করা যায়, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের আবাসন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন। এই পর্যালোচনায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যেগুলো টিএমও [TMO]-গুলোর কার্যকর পরিচালনা ও তদারকিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, এবং একই সাথে আমরা কীভাবে নতুন টিএমও [TMO] গঠনকে উৎসাহিত করতে পারি, তাও তাতে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সামাজিক আবাসন [সোশ্যাল হাউজিং] প্রদানকারীদেরকে তাদের আবাসন সেবার গুনগত মান বাড়াতে এবং ভাড়াটেদের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা উন্নত করার লক্ষ্যে ভাড়াটেদের সাথে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য আমরা আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি। ২০২৬ সালের ২ এপ্রিল সোশ্যাল হাউজিং ইনোভেশন ফান্ড ২০টি সংস্থাকে বাসিন্দাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি উন্নয়ন ও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ২০ লাখ পাউন্ড অনুদান প্রদান করেছে। পার্লামেন্টারি আন্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেট ব্যারোনেস টেলর ভাড়াটে, বাড়িওয়ালা এবং

খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে কিছু বাসিন্দা যে সামাজিক কলঙ্ক বা অপবাদের মুখোমুখি হন, তা দূর করতে ভাড়াটে, সামাজিক আবাসন প্রদানকারী [সোশ্যাল ল্যান্ডলর্ড] এবং সরকার কীভাবে একসঙ্গে কাজ করবেন, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সোশ্যাল হাউজিং বা সামাজিক আবাসনের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটেদের সম্পৃক্ত করা আমাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাতে বাসিন্দাদের মতামত শোনা নিশ্চিত করা হয়। আমরা বাসিন্দাদের সাথে যেভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছি, তার কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া হলো:

- একটি সোশ্যাল হাউজিং রেসিডেন্ট স্টেকহোল্ডার ফোরাম [সামাজিক আবাসনের বাসিন্দাদের অংশীদারি ফোরাম]
- আমাদের রেসিডেন্ট প্যানেল

রেসিডেন্ট প্যানেল সম্প্রতি ব্যারনস টেইলরের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং আবাসনের সহজলভ্যতা ও সার্ভিস চার্জ নিয়ে আলোচনা করেছে।

আমরা টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনের (TMOs) জন্য ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০০ [তথ্য অধিকার আইন ২০০০] এর পরিধি সম্প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। এর উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, যাতে টিএমও [TMO]-এর ভাড়াটেরাও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভাড়াটেদের মতো তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার একই আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারেন। আমরা সম্প্রতি এই প্রস্তাবনাগুলোর ওপর সরাসরি টিএমও [TMOs]-গুলোর সাথে একটি লক্ষ্যভিত্তিক পরামর্শের আয়োজন করেছিলাম, যা ৮ মে ২০২৬ তারিখে শেষ হয়েছে। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করার আগে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরগুলো সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করব।

সরকার সামাজিক আবাসন বা সোশ্যাল হাউজিং খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রতিকার ব্যবস্থাকে নিয়মিত পর্যালোচনায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সামাজিক আবাসনের গুনগত মান উন্নয়ন ও ভাড়াটেদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সংস্কারগুলোর ওপর একটি চার বছর মেয়াদি মূল্যায়ন কমিশন করেছে। সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত সংস্কারগুলোর কার্যকারিতা এবং ভাড়াটেদের ওপর এগুলোর প্রভাব কতটা পড়েছে, তা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন করার জন্য এই মূল্যায়নে বিভাগীয় ও খাতভিত্তিক বিস্তৃত তথ্য ব্যবহার করা হবে।

স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান

২০২৬ সালের মার্চ মাসে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি (PACAC) মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করার সেশনের আয়োজন করে। এর অংশ হিসাবে সরকার প্রমাণ জমা দিয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে। ফেব্রুয়ারির বার্ষিক প্রতিবেদনে দেওয়া আপডেটের একটি অনুস্মারক নিচে দেওয়া হলো।

তদারকি, স্ক্রুটিনি এবং জবাবদিহিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ও সংসদ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সরকার কী করছে

সরকার স্বীকার করছে যে, অতীতে তদন্তের সুপারিশ দেওয়া হয়ছে এবং তা গ্রহণ করাও হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়নি। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে আমরা সুপারিশ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রথমবারের মতো পাবলিক ইনকোয়ারিজ: রিকমেন্ডেশনস অ্যান্ড দ্য গভর্মেন্ট রেসপন্স ড্যাশবোর্ডস [Public Inquiries: Recommendations and the Government Response] চালু করি। ড্যাশবোর্ডগুলো আপডেট ও উন্নত করা হবে, যাতে ২০২৪ সাল থেকে শুরু হওয়া সব তদন্ত এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এবং এগুলো প্রতি তিন মাস পর পর আপডেট করা হবে। ড্যাশবোর্ডগুলো তদন্তের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতি নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ করার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। এটি জনগণকে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং তদন্তের সুপারিশগুলো যাতে উপেক্ষিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। স্বচ্ছতার প্রতি এই অঙ্গীকার উক্ত সুপারিশ অনুসারে জনপর্যবেক্ষণ ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ - উভয়কেই বৃদ্ধি করবে। এই সুপারিশটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এর কাজ এখন শেষ।

সরকার গণতদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নত করার উপায় অন্বেষণ করা অব্যাহত রেখেছে। আমরা গণতদন্তের দ্বারা প্রভাবিত গ্রুপগুলোর মতামত শোনা অব্যাহত রাখব, যাতে তদন্তের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রগতি যথাযথভাবে যাচাই করা যায়।

সংসদ বা পার্লামেন্ট কী করছে

পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি (PACAC) এবং লিয়াজোঁ কমিটি সুপারিশগুলোর ব্যাপারে সংসদীয় তদারকি কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, তা বিবেচনা করার জন্য কাজ করছে। ইনফেক্টেড ব্লাড ইনকোয়ারির [সংক্রামিত রক্ত সংক্রান্ত তদন্ত] প্রতিবেদনে পার্লামেন্টের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: এগুলো হলো - পাবলিক ইনকোয়ারি বা গণতদন্তের আহ্বানে কীভাবে সাড়া দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে তদন্ত থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন কীভাবে যাচাই করা হবে। এর ফলে, ইনফেক্টেড ব্লাড ইনকোয়ারির ব্যাপক-ভিত্তিক সুপারিশগুলো যাতে সবদিক জেনে-বুঝে বিবেচনা করা যায় এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য তদন্তের ক্ষেত্রে করণীয় পদ্ধতি নির্ধারণে দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়, সেজন্য ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে পিএসিএসি [PACAC] একটি ইতদন্ত শুরু করে।

সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট

2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রদত্ত রিপোর্টের পর থেকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কী কী কাজ করা হয়েছে, এই অংশে তার একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। এটি তদন্তে ব্যবহৃত বিষয় অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

আপনি সমস্ত সুপারিশগুলোর বিস্তারিত আপডেট নিম্নলিখিত লিঙ্কের মাধ্যমে খুঁজে পেতে পারেন:

- নির্মাণ শিল্প
- অগ্নি ও উদ্ধার সেবা
- প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার
- ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা

নির্মাণ শিল্প

একক নির্মাণ বিষয়ক নিয়ন্ত্রক

মিনিস্ট্রি অব হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্টের [আবাসন, সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়] অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংস্থা আগে হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভের অংশ ছিল। একটি একক নির্মাণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (সিঙ্গল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটর) গঠনের মাধ্যমে খাতটির খণ্ডবিখণ্ডতা কমানোর বিষয়ে তদন্ত থেকে আসা সুপারিশ বাস্তবায়নের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমরা ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর সিঙ্গল কনস্ট্রাকশন রেগুলেটরের প্রসপেক্টাস প্রকাশ করেছি: কনসালটেশন ডকুমেন্ট। . তদন্তের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকার প্রসপেক্টাসে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এতে সিঙ্গল রেগুলেটর [একক নিয়ন্ত্রক] প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের এর চেয়েও বেশি অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রসপেক্টাস-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের ২০শে মার্চ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা এখন এই সব উত্তর বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করছি। আমরা এই কনসালটেশনের বিষয়ে সরকারের উত্তর ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছি।

অনুমোদিত নথিপত্র

২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে অ্যাপ্রুভড ডকুমেন্ট বি [Approved Document B]-তে থাকা বিধিবদ্ধ ফায়ার সেফটি গাইডেন্সে [অগ্নি নিরাপত্তা নির্দেশিকা] প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোর বিষয়ে মতামত চেয়ে বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর [ভবন সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা] একটি কনসালটেশন [পরামর্শপত্র] প্রকাশ করেছে। এই কনসালটেশনটি ২০২৬ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত খোলা থাকবে।

নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংস্কার

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংস্কার বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। . উক্ত শ্বেতপত্রে দীর্ঘমেয়াদি ও সমগ্র ব্যবস্থাজুড়ে সংস্কার করার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার নিশ্চিত করেছে এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত গ্রিন পেপার-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রক্রিয়ার জবাবও তুলে ধরা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে সরকার কীভাবে তদন্তের ১৩, ১৪ ও ২৪ নম্বর সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত করতে সরকার একই সাথে একটি সাধারণ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পরামর্শ করেছে, যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা পণ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। উভয় পরামর্শ প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের ২০শে মে সমাপ্ত হবে। এরপর আমরা প্রাপ্ত সব উত্তর বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করব।

অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়নকারী

২৬ নম্বর সুপারিশের জবাবে, অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়নকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক সনদ প্রবর্তনের ব্যাপারে আমাদের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আমরা ২৬শে মার্চ ২০২৬ তারিখে একটি পরামর্শপত্র প্রকাশ করেছি। এই পরামর্শ প্রক্রিয়া ১২ সপ্তাহ চলবে এবং ১৮ই জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হবে।

এই পরামর্শ প্রক্রিয়ায় গুনগত মান আরও শক্তিশালী করা এবং যারা অগ্নি-ঝুঁকি মূল্যায়ন করেন, তাদের এ কাজের জন্য যথাযথ দক্ষতা ও সক্ষমতা থাকা নিশ্চিত করা।

অগ্নিনির্বাপণ প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার]

২০২৬ সালের মার্চে আমরা ঘোষণা করেছি যে, অগ্নি-নির্বাপণ প্রকৌশল পেশা সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ এগিয়ে নিতে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দেওয়া হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য সহায়তা বিবেচনা:

- ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের উন্নয়ন
- বৃত্তি বা আর্থিক অনুদান দেওয়া
- গবেষণা ও একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা

একটি সফল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পেশাদারদের একটি শক্তিশালী ও টেকসই পাইপলাইনের ওপর নির্ভর করে। আমরা আশা করি যে, এই অর্থায়ন সেই লক্ষ্য অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ

২০২৬ সালের মার্চ মাসে প্যানেল তাদের রিপোর্ট বিল্ডিং সেফটি মিনিস্টার, চিফ কনস্ট্রাকশন অ্যাডভাইজার এবং বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটরের কাছে পাঠিয়েছে।

এই অগ্রগতির রিপোর্টের পাশাপাশি, সরকার বিল্ডিং কন্ট্রোল ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যানেলের রিপোর্ট এবং রিপোর্টের ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে।

এই আপডেটের পাশাপাশি উক্ত রিপোর্টে নীতিমালার প্রতি সমর্থন এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ [অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার] সেবা

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ

এই অগ্রগতি রিপোর্টের পাশাপাশি, আমরা একটি নতুন ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করেছি।

পরামর্শপত্রে বেশ কিছু সম্ভাব্য ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে এই কলেজটি অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার খাত এবং সাধারণ জনগণকে বাস্তব সুবিধা দিতে পারে: এগুলো হলো নেতৃত্ব ও কমান্ড, চাকুরীতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, জাতীয় মানদণ্ড, গবেষণা ও তথ্য, সংস্কৃতি ও সততা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং নিশ্চয়তা প্রদান। এই সম্ভাব্য কাজগুলো তদন্তের সুপারিশগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কিছু ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সুযোগগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে আমরা আরও অগ্রসর হতে পারি। পরামর্শপত্রে কলেজটি কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কীভাবে এর অর্থায়ন হবে, সেই বিষয়ে উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যাপারে মতামত চাওয়া হয়েছে।

সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার

আমরা আপডেট করা মানদণ্ড, পিয়ার রিভিউ বা সমকক্ষদের পর্যালোচনা এবং উন্নত প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করার সক্ষমতা জোরদার করেছি। ক্যাবিনেট অফিস লোকাল রেজিলিয়েন্স ফোরামস (LRFs)-এর জন্য জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রস্তুতি সংক্রান্ত মানদণ্ড আপডেট করার কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিক ফিডব্যাকের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় সাড়া দানকারীদের সাথে যৌথ সহযোগিতায় এটি তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলোকে আপডেট করা ন্যাশনাল অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে।

লোকাল রেজিলিয়েন্স ফোরামস [LRFs]-এর সাথে যৌথভাবে ডিজাইন করা একটি পিয়ার রিভিউ মডেল তৈরি করা হয়েছে এবং এটি পরিমার্জন করার আগে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। মিনিস্ট্রি ফর হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্মেন্ট (MHCLG) [আবাসন, সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়] স্থানীয় সরকারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে, যার প্রথম প্রশিক্ষণ দিবসটি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা চলছে এবং ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী চলমান কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এমএইচসিএলজি [MHCLG] স্থানীয় সরকারের দায়িত্বগুলো সুনির্দিষ্ট করতে, গ্রেনফেল টাওয়ার দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক সুপারিশগুলো যুক্ত করতে এবং আর্থিক সহায়তা ও সোশ্যাল ওয়ার্কারদের ভূমিকার বিষয়ে সর্বোত্তম কর্ম-চর্চা ছড়িয়ে দিতে এই বছরের শেষের দিকে ২০১৮ সালের চিফ এক্সিকিউটিভ রেজিলিয়েন্স গাইডেন্স নতুন করে সাজানোর কাজ করছে, যার মধ্যে ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে resilience.gov.uk সংক্রান্ত সকল রিসোর্স একত্রিত করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অসহায় ব্যক্তিরা

রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশন প্ল্যানস [Residential Personal Emergency Evacuation Plans] (Residential RPEEPs)

ফায়ার সেফটি (রেসিডেন্সিয়াল এভাকুয়েশন প্ল্যানস) (ইংল্যান্ড) রেগুলেশনস ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। এই আইন সব বহুতল ও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ আবাসিক ভবনে রেসিডেন্সিয়াল পীপ [PEEPs বা Personal Emergency Evacuation Plan] বাধ্যতামূলক করেছে। পলিসির বাকি অংশ, যা ফ্ল্যাটের ভেতরের ঝুঁকি ও তা প্রতিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা বাধ্যতামূলক করেছে, তবে তার জন্য প্রাথমিক আইন প্রণয়ন প্রয়োজন এবং সংসদীয় সময় পাওয়া গেলে সরকার এটি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইতিমধ্যে সফলভাবে পরীক্ষিত বিভিন্ন স্কিম নিয়ে একটি রেসপন্সিবল পারসোনস টুলকিট [দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির টুলকিট] তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, রেসিডেন্সিয়াল পীপ [PEEPs] বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করতে

আমরা ২রা ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ একটি সংবিধিবদ্ধ নির্দেশনা প্রকাশ করেছি। বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি, রেসিডেন্সিয়াল পীপ [PEEPs] প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করে আমরা ৬ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখে একটি সহজপাঠ্য [ইজি রিড] ডকুমেন্টও প্রকাশ করেছি।